মাস্টার্স ডিগ্রী কোর্স চালু থাকবে কি?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিতর্ক

সাহাবুল হক ॥ দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ৪ বছরের (সমন্বিত) অনার্স কোর্স চালু করার পর বর্তমানে মাস্টার্স ডিগ্রী বাধ্যতামূলক থাকবে কিনা তা নিয়ে ছাত্র-শিক্ষক মহলে চলছে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ও জীব বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত বিভাগগুলোর ছাত্র-শিক্ষকদের অধিকাংশই চান না ৪ বছরের অনার্সের পর বাধ্যতামূলক মাস্টার্স কোর্স চালু থাক। তারা মনে করেন, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো ৪ বছরের অনার্স কোর্সের পর ছাত্র-ছাত্রীরা সরাসরি চাকুরীতে প্রবেশ করবে। বুয়েট এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এমএসসি কোর্স (১৫শ পৃষ্ঠায় ৮-এর কঃ দ্রঃ)

মাস্টার্স ডিগ্রী কোর্স

(প্রথম পৃঃ পর)

বাধ্যতামূলক নয়। অন্যদিকে, কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত বিভাগগুলোর শিক্ষকরা ৪ বছরের অনার্সের পর বাধ্যতামূলক মাস্টার্স কোর্স চালু রাখার পক্ষপাতী। তবে অধিকাংশ ছাত্রই এর বিরোধী।

গত ৩রা নভেম্বর এ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের নির্ধারিত সভায় ৪ বছরের অনার্স কোর্সকে টার্মিনাল ডিগ্রী অথবা প্রফেশনাল ডিগ্রী এবং মাস্টার্স কোর্স বাধ্যতামূলক না ঐচ্ছিক থাকবে তা নিয়ে শিক্ষকদের মধ্যে তীব্র বাকবিতণ্ডা হয়। এক পর্যায়ে ভিসি সভা স্থগিত করে সকল ডীনকে নিয়ে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেন। বিশেষজ্ঞ কমিটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ২০ নভেম্বর একটি রিপোর্ট দেবে। ঐ দিন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হতে পারে।

আন্তর্জাতিক অনার্স কোর্সের মেয়াদ অনুসরণ করে একাডেমিক কাউন্সিলে ১৯৯৬ সালে ৩ শিক্ষা বর্ষের বদলে ৪ শিক্ষাবর্ষ অনার্স কোর্স এবং মাস্টার্স কোর্স পাঠদান মেয়াদকাল এক বছর রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। এরই মধ্যে ফার্মেসী অনুষদ, সামাজিক বিজ্ঞান, বিজ্ঞান ও জীব বিজ্ঞান অনুষদ, কলা অনুষদ এবং বিজনেস স্টাডিজ অনুষদে ৪ বছরের অনার্স কোর্স চালু করা হয়েছে। বিজনেস স্টাডিজ অনুষদে এমবিএ ডিগ্রী ঐচ্ছিক রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অবশ্য আইন অনুষদে ১৯৭৭-৭৮ শিক্ষাবর্ষ থেকেই ৪ বছরের এলএলবি কোর্স চালু রয়েছে।

এই ব্যবস্থায় স্নাতক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বিষয় ভিত্তিক জ্ঞান বাড়ানোর লক্ষ্যে পাঠদানের সিলেবাস প্রণয়ন করার সময় চতুর্থ বর্ষের পাঠ্যসূচী হিসেবে পূর্বের এক বছর মেয়াদী মাস্টার্স কোর্সের সিলেবাসের সকল কোস অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

১৯৯৬ সালের একাডেমিক কাউন্সিলে ৪ বছর মেয়াদী অনার্স কোর্স পদ্ধতি চালুর সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও ডিগ্রীর নাম কি হবে, ছাত্র-ছাত্রীরা কি রকম সুযোগ-সুবিধা পাবে গত ৩ বছরে এ নিয়ে কোন আলোচনা হয়নি। অন্যদিকে জীববিজ্ঞান অনুষদের প্রাণরসায়ন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন গত ১৩ অক্টোবর চার বছর মেয়াদী অনার্স ডিগ্রীকে টার্মিনাল ডিগ্রী ঘোষণা করার জন্য সুপারিশপত্র পাঠিয়েছেন ডিসির কাছে। এ্যাকাডেমিক কাউন্সিল এ বিষয়টি আলোচনা করবে।

গত ৩ নভেম্বরের একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় ৪ বছরের অনার্স কোর্স সম্পর্কে অন্তত ১২ জন শিক্ষক বক্তব্য রাখেন। সভায় বলা হয়, নতুন ব্যবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীদের অতিরিক্ত কোর্স পড়তে হবে। একজন শিক্ষক বলেন, বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অবস্থা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোর ধারণক্ষমতা বিবেচনা করে অল্পসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীকে চার বছর মেয়াদী কোর্সে ভালো ফলাফল অর্জনের ভিত্তিতে কেবল ২/৩টি এডভান্সড্ লেভেল কোর্সসহ গবেষণানির্ভর মাস্টার্স কোর্সে ভর্তি করা সমীচীন হবে। সভায় আরো বলা হয়, মাস্টার্স কোর্সের ছাত্র-ছাত্রীরা একবারে গবেষণায় অংশ নিলে বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার মানও উন্নত হবে। আন্তর্জাতিকভাবে একজন ছাত্রের ১৬ বছরের শিক্ষাজীবন সব জায়গায় বিবেচনা করা হয়। ৪ বছরে অনার্স হলে এখানেও তাই হবে। এক্ষেত্রে মাস্টার্সের প্রয়োজন নেই। সভায় অনেক শিক্ষক ৪ বছরের ডিগ্রীকে টার্মিনাল ডিগ্রী ঘোষণারও দাবি জানান।

অন্যদিকে এ বক্তব্যের বিপরীতে অন্য শিক্ষকরা সভায় বলেন, 'টার্মিনাল' শব্দটি ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্সের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য না। এটি প্রযোজ্য শুধু পিএইচডি ডিগ্রীর ক্ষেত্রে। পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক একেএম নূর-উন-নবী বলেন, ৪ বছরের প্রফেশনাল ডিগ্রী হতে পারে তবে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষকতার ক্ষেত্রে ৫ বছরের অনার্স মাস্টার্স সম্পন্ন করতে হবে। পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. খন্দকার সিদ্দিক-ই-রাব্বানী বলেন, দরিদ্র এ দেশটিতে ছাত্ররা যত দ্রুত পড়াশুনা শেষ করে চাকুরীর বাজার ধরতে পারে ততই দেশের জন্য লাভ। এছাড়া ৪ বছরের ডিগ্রী চালু করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যে অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা ছাড়াও অন্যান্য প্রস্তুতি নেয়ার দরকার ছিল কর্তৃপক্ষ তা করেনি। তাই ছাত্র-ছাত্রীদের জীবন থেকে দেড়-দুই বছর অতিরিক্ত সময় নষ্ট করে আমাদের লাভ নেই। রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মুহিবুর রহমান বলেছেন, চাকরির বাজারে আমরা দাবি জানাবো যে, আগের মাস্টার্স ডিগ্রী এবং বর্তমানের ৪ বছরের অনার্স ডিগ্রী সমান। তিনি বলেন, মাস্টাস রাখা যুক্তিযুক্ত নয়, কারণ আগে আমরা ৩ বছরের অনার্সে এবং ১ বছরের মাস্টার্সে যা পড়াতাম এখন ৪ বছরে তা পড়ায়।

পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মোঃ